কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 09. NOV. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ২ ......

নান্দাইল : নকল স্টাইল

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলা সদরের চণ্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গতকাল রবিবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব হয়েছে।

বহিরাগতদের কেন্দ্র দখল, দায়িত্ব ছাড়া শিক্ষকদের প্রবেশ, নেতানেত্রীর অবাধ ঘোরাফেরা, নকল সরবরাহকারীদের দৌড়ঝাঁপ ও দায়িত্বরত পুলিশের সঙ্গে অসদাচরণ—এর সবই ঘটেছে।

গতকাল রবিবার ছিল গণিত পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। সকাল ১১টা থেকে দুপুর পৌনে ১টা পর্যন্ত পৌর শহরের ওই কেন্দ্রে এ প্রতিবেদক অবস্থান করেন। এ সময় দেখা যায়, কেন্দ্রটি চলে গেছে বহিরাগতদের কবজায়। কোনো প্রতিরোধ ছাড়া কক্ষগুলোর ভেতরে প্রবেশ করে বহিরাগতরা পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নের উত্তর লিখা কাগজ পৌঁছে দিচ্ছে।

এভাবে নকল পৌঁছানোর পরও বাধা না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে ১০৬ নম্বর কক্ষের পরিদর্শক আতিকুর রহমান বলেন, 'পরীক্ষা শুরুর পর থেকে নকল সরবরাহকারীরা হুমকি দিচ্ছে। এখন বাধা দিলে লাঞ্ছিত হতে হবে। দেখেও পরিদর্শকরা না দেখার ভান করে শুধু হাঁকডাক করছেন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক বলেন, 'নকলটা মনে করছিলাম হারিয়ে গেছে। এখন দেখি আবার ফিরে এসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সব পাবলিক পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব চলবে।'

হল সুপার মো. নাসির উদ্দিন বলেন, 'এখানে ৭৫৭ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রতি ২০ জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন পরিদর্শক দায়িত্ব পালন করছেন।'

গোটা কেন্দ্রে পুলিশ কনস্টেবল মো. আমিনুল ইসলামকে একটি লাঠি হাতে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। বিদ্যালয়টির পশ্চিম দিকে ছাত্র মিলনায়তন নামে একটি কক্ষের পেছনে গিয়ে দেখা যায়, কয়েকজন বহিরাগত উঠতি বয়সের যুবক কাগজে লেখা উত্তর (নকল) জানালা দিয়ে কক্ষের ভেতরে পৌঁছে দিচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে পুলিশ কনস্টেবল আমিনুল ইসলাম সেদিকে দৌড়ে বহিরাগতদের তাড়িয়ে দেন। এরপর কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন নান্দাইল উপজেলা মহিলা লীগের সভানেত্রী। পুলিশ সদস্য কেন্দ্রের ফটক আগলে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রবেশে বাধা দেন। এতে অপমানবোধ করে ওই নেত্রী কনস্টেবলের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করেন। নেত্রী পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পদবি ধরে গালাগাল করেন।

কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের কারণ জানতে চাইলে নান্দাইল উপজেলা মহিলা লীগের সভানেত্রী লুৎফুর রহমান লাকি বলেন, 'এলাকার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই একটু দেখতে আসছিলাম। এ জন্য পুলিশ আমার পরিচয় না জেনেই খারাপ ব্যবহার করছে।'

এদিকে তিনতলা ভবনটির পেছনে গিয়ে দেখা যায়, বহিরাগতরা নিচতলায় হাতে করে ও দোতলার জানালা লক্ষ্য করে ঢিল দিয়ে ভেতরে নকল পৌঁছে দিচ্ছে। এ সময় রফিকুল ইসলাম কাঞ্চন নামের একজনকে দেখা যায় বিভিন্ন কক্ষের বারান্দায় ঘোরাফেরা করতে। উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম কাঞ্চন বলেন, 'দুষ্টু ছেলেদের বাধা দিতে এসেছি।' অথচ জানা গেছে, তিনি এক পরীক্ষার্থীকে সহায়তা করতে এসেছেন।

অন্যদিকে উপজেলার রায়পাশা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম দায়িত্ব ছাড়াই কেন্দ্রের ১০৯ নম্বর কক্ষের বারান্দা ও ভেতরে আসা-যাওয়া করছেন। কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, তাঁর মেয়ে ওই কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাকে সহযোগিতা করতে এখানে তাঁর অবস্থান।

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে অবাধে বহিরাগতদের ঘোরাফেরা সম্পর্কে জানতে চাইলে কেন্দ্রসচিব ও চণ্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নাজির উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। আপনারা তো দেখছেন।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এর আগে বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদ করে আমি অপমানিত হয়েছি। শেষ সময়ে আর লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে চাই না।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলার দুটি কেন্দ্র ও পাঁচটি ভেন্যুতে মোট তিন হাজার ৪৬৮ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। সব কেন্দ্রে প্রকাশ্যে নকল চলছে।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবদুস সালাম বলেন, 'পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করা অন্যায়। আজকের (গতকাল) দলের বর্ধিত সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব।' নান্দাইল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আইনুল ইসলামের মুঠোফোনে গতকাল বিকেলে কল করা হলে জানান, তিনি জরুরি সভায় রয়েছেন। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) জানানোর পরামর্শ দেন তিনি। নান্দাইল ইউএনও শাহেনুর আলম বলেন, 'আমি জেলা মিটিং থেকে এলাকায় এসে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নিব।'

কেন্দ্রে একজন কনস্টেবল উপস্থিতির বিষয়ে নান্দাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, 'আমার থানায় পুলিশের সংখ্যা ২৪ জন। দাপ্তরিক কাজে অনেকে ব্যস্ত থাকায় সংখ্যাটি নগণ্য হয়। অন্যদিকে বিশেষ অভিযান চলায় রাতব্যাপী পুলিশ দায়িত্বরত থাকায় দুটি কেন্দ্র ও পাঁচটি ভেন্যুতে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ দেওয়া যায়নি।'

ময়মনসিংহ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ফজলুল হক বলেন, 'ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। নকল সরবরাহের বিষয়টি দুঃখজনক। ওই কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘটনা তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরবর্তী পরীক্ষায় জেলা থেকে অতিরিক্ত টিম পাঠিয়ে নকলমুক্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে।'